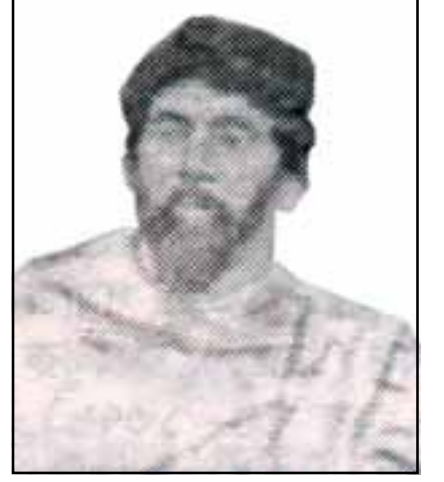


# কাঙাল হরিনাথের জন্মদিন ডাক দিয়ে যায় সাংবাদিকতা আবার মিশনারী পেশায় প্রতিষ্ঠিত হোক

॥ শেখ উল্লাস ॥

বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির স্বরূপ বিশ্লেষণে ‘সাংগাহিক বর্তমান সংলাপ’ সব সময়ই সচেতন। দুর্নীতি ও মিথ্যাচারের অস্টোপাসে সাংবাদিকতা নামের ঐতিহ্যবাহী ও মিশনারী পেশাটিও যখন মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন তখন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েও নীরবেই চলে গেল সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব কাঙাল হরিনাথের ১৭৪তম জন্মদিন। অবশ্য তথ্যপ্রযুক্তি ও অজানা উৎস থেকে আসা অর্থের জোয়ারে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রটি আজ যখন চর্মচোক্ষে অনেক বেশি চাকচিক্যময়, তখন কাঙাল হরিনাথের নামকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করাও কারো কারো কাছে বিরজিকর মনে হতে পারে। কিন্তু সত্য যে কঠিন এবং এ কঠিনকে উপেক্ষা করলে সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির বিস্তারই শুধু ঘটবে। সাংবাদিকতা আজ যেভাবে অনেকের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের হয়তো কাঙাল হরিনাথের মত সম্পাদক ও সাংবাদিককে স্মরণ করার ফুরসতই বা কোথায়?

বস্তুত ভৌগলিক স্বাধীনতা অর্জনের অনেক দিন পেরিয়ে গেলেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যে অবস্থা তাতে কাঙাল হরিনাথের আদর্শের সাংবাদিকতা প্রাসঙ্গিকতা এখনো অটুট। আর সে কারণে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে আরো বেশি গণমুখী, দেশপ্রেমিক ও আত্মসচেতন করে গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে কাঙাল হরিনাথের জীবন নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমাদের জীবন চলার পথে এক আলোকবর্তিকা হিসেবে আসতে পারে। কেন না, একবিংশ শতাব্দীর এই ক্ষণে আজ বিশ্বায়, হতবাক আর শঙ্কার সাথে লক্ষ্য করতে হয় যে, বাংলাদেশের গোটা সাংবাদিকতার জগৎটাই এক অর্থে ব্যবসায়ী ও দেশী-বিদেশী পুঁজির কাছে বন্দী হয়ে পড়েছে। সম্পাদক, সাংবাদিক, রিপোর্টার, কলাম লেখক যে যেভাবেই লেখালেখি বা রিপোর্টিং করুক না কেন সমাজ ও দেশকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়ার ক্ষমতা যেন ক্রমশই হেঁতা হয়ে উবে যাচ্ছে। এক রকম মিথ্যা বা মেকি সংবাদ-আবহ ও ঘটনাবলীর মধ্যে যেন সবাই বুদ হয়ে গেছেন। অথচ বাংলা তথা উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার কী উজ্জ্বল অধ্যায়ই না ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে আছে। এ মর্মে গবেষক ও চিন্তাবিদদের মতে, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস। সেখানে একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, এদের মধ্যে রামমোহন রায় থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী সবাই ছিলেন।’ (উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র’ পৃষ্ঠা-৫)।



## কাঙাল হরিনাথের জীবন ও কর্ম

যতদূর জানা যায়, হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল হরিনাথ ১৮৩৩ সনের ২১ আগস্ট কুষ্টিয়ার (পূর্বতন নদীয়া) কুমারখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ সাংবাদিকতার জনক বা পথিকৃৎ হিসেবে আজকাল কাঙাল হরিনাথকে স্মরণ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে হয়ে প্রতিপন্ন করার প্রয়াসও যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কেন না আজ বাংলাদেশের গ্রাম বলতেই অত্যন্ত দরিদ্র, অশিক্ষা-কুশিক্ষা-ধর্মাক্রান্ত সহ বিভিন্ন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পিছিয়ে পড়া একটি অসহায় জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যেখানে কোন উন্নত ও কথিত অগ্রসর সমাজের মানুষেরা বসবাস করে না বা করতে পারে না। বিশেষ করে গত ১৫/১৬ বছরে এদেশের কথিত অগ্রসর সমাজের মানুষেরা যেভাবে রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের বসবাসের স্থান করে নিয়েছে তাতে আবহমান বাংলার গ্রামীণ সমাজে ভয়াবহ বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম বলতে বর্তমানে খুবই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আবাস স্থলকেই বোঝানো হচ্ছে। ফলে আজকাল একশ্রেণীর লেখালেখিতে কাঙাল হরিনাথকে যেভাবে গ্রামীণ বলে মন্তব্য করা হয় তাতে তাঁকে ছোটই করা হয়। তাঁর সময়ের গ্রাম আর আজকালের গ্রামকে এক করে দেখলে তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। যদি বলা হয়, কাঙাল হরিনাথ বাংলাদেশের সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ তবে সেখানেই প্রকৃত সত্য ফুটে উঠবে। বাংলাদেশ বলতেই গ্রাম। এই গ্রামও গ্রামীণ জীবনকে আজকাল যতই রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হোক না কেন তাতে সমাজ ও দেশের অগ্রগতি কখনোই সম্ভব নয়। কাঙাল হরিনাথের মত মনিষীরা তাঁদের জীবনের সকল শ্রম-মেধা, ধৈর্য ও প্রজ্ঞা দিয়ে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা পেশার সূচনা ঘটিয়েছিলেন বলেই আজকাল এ জগতে হাজার হাজার মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় এ মহান মিশনারী পেশার প্রয়োগটুকুর সিংহভাগই কেবল ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা কায়মী স্বার্থে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার যতটুকু স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা জনস্বার্থে ব্যবহার করা যাচ্ছে না বলেই সার্বিক ক্ষেত্রে বিরাজ করছে অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অভাব।

কাঙাল হরিনাথের ২১১ তম প্রায়ন দিবস স্মরণে বরিশাল থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজকের পরিবর্তন ২৩ এপ্রিল ২০০৭ সংখ্যায় লিখেছিল, ‘জন্মের বছর খানেকের মধ্যে মাতা কমলিনী দেবীর মৃত্যু তাকে অনু, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাবে কাঙাল করেছিল। কখনো ঠাকুর বাড়ির প্রাসাদে, কখনো বা বন্ধু-স্বজনদের অনুদানে বা আশ্রয়দাত্রী খুল্লা পিতামহীর পাশ্চাত্য আর জামিরের পাতায় লবণে, পরণে এক খণ্ড বস্ত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর বেড়ে উঠতে হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক তেমন সুযোগ পাননি বলে স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত আরজ আলী মাতুব্বর, ম্যাক্সিম গোর্কি ন্যায় পৃথিবীর পাঠশালায় তিনি শিক্ষা নিয়েছেন। তার সান্নিধ্যে এসে মীর মোশাররফ হোসেন, জলধর সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্থী, দিনেশ কুমার রায়, চন্দ্রশেখর কর, ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ পরবর্তীতে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

‘ওহে দিনতো গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে’ কাঙালের লেখা এই অমর গানটি শুনে ভাববাদের রাজা লালন সাঁঈজীর সাথে তার সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। সাঁঈজী যেমন কাঙাল হরিনাথের কুটিরে আসতেন তেমনই হরিনাথও যেতেন লালনের আখড়ায়। তাঁর পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাঙাল লিখেছিলেন ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ সংবাদ পত্রিকার দ্বারা গ্রামে অত্যাচার নির্ধারিত ও নানা প্রকারের গ্রামবাসীদের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া গ্রামবার্তা প্রকাশিকার কার্য আরম্ভ করিলাম।’ (বিধান সরকার, লেখক ও সাংবাদিক)

## বাংলা পিডিয়ায় কাঙাল হরিনাথ

এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলা পিডিয়ায় কাঙাল হরিনাথ-এর জীবনতথ্য প্রকাশ পেয়েছে এভাবে - সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বাউল গান রচয়িতা। প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার, কিন্তু কাঙাল হরিনাথ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। কাঙাল ফিকিরচাঁদ বা ফিকিরচাঁদ বাউল নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। শৈশবে স্থানীয় ইংরেজি স্কুলে হরিনাথে লেখাপড়া শুরু হয়। কিন্তু আর্থিক কারণে তা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ১৮৫৫ সালে বন্ধুদের সহায়তায় তিনি নিজ গ্রামে একটি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামের সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সেখানে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরের বছর তাঁরই সাহায্যে কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

অত্যাচারিত এবং অসহায় কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় লিখতেন পরে ১৮৬৩ সালে তিনি নিজেই ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি পরে পাক্ষিক ও শেষে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও কৃষকদের প্রতি তখনকার নীলকর ও জমিদারদের শোষণ অত্যাচারের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হতো। ফলে ব্রিটিশ সরকার এবং স্থানীয় জমিদারদের পক্ষ থেকে তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু তিনি নিভীকভাবে তাঁর দায়িত্বপালন করে যান এবং বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

হরিনাথের জীবনে কখনও সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি ১৮৭৩ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থানুকূলে দীর্ঘ ১৮ বছর প্রকাশের পর আর্থিক কারণে এবং সরকারের মুদ্রণ ব্যবস্থার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হয়।

তিনি সহজ ভাষায় ও সহজ সুরে গভীর ভাবোদ্দীপক গান রচনা করতেন এবং সেগুলি সদলে গেয়ে বেড়াতেন। গানে ‘কাঙাল’ নামের ব্যবহার করাতে বলে। এক সময় কাঙাল শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ‘হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে’ তাঁর একটি বিখ্যাত গান। হরিনাথ শুধু গানেই নয়, গদ্য ও পদ্য রচনায়ও পারদর্শী ছিলেন। সাহিত্য চর্চায় তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, দীনেন্দ্রনাথ রায় এবং জলধর সেন পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। হরিনাথের মোটগ্রন্থ ১৮টি। ১৮৯৬ সালের ১৬ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা পেশাটির মর্যাদা ও আবেদন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে দেশ ও সমাজের সার্বিক স্বার্থেই। বর্তমানে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছে তাকে ভবিষ্যতে আরো গতিশীল ও কার্যকর করতে হলে হরিনাথ মজুমদারের মতো আদর্শবান ও সং সাংবাদিকের আজ বড়ো প্রয়োজন। বাংলাকে বাঁচাতে হলে গ্রামকে আবাসে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সাংবাদিকতাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মিশনারী কাজ হিসাবে। □